শ্রীশ্রীকালী

শরণং

শ্রীশ্রীকালী কীর্ত্তন

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন প্রণীত

অধুনা

শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তথা শ্রীবিহারি-
লাল নন্দী কর্ত্তৃক

গ্রন্থ কর্ত্তার সংক্ষেপ জীবন চরিত সমেত
প্রকাশিত হইল।

কলিকাতা

কলিকাতা নিউ-প্রেস যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত

১৭৭৭ শক। ভাদ্র

মূল্য ।০ আনা

বিজ্ঞাপন।



কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন প্রণীত এই কালী-কীর্ত্তন, প্রায় ২২। ২৩ বৎসর গত হইল, বারদ্বয় মুদ্রিত হইয়াছিল, এক্ষণে আর সচরাচর ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সুতরাং আধুনিক বিদ্যার্থি যুবকেরা অনেকে ইহার নাম ও কবিরঞ্জনের আশ্চর্য্য কবিত্ব শক্তির পরিচয় অবগত নহেন। যদিচ এই গ্রন্থখানি দেখিতে অতি ক্ষুদ্র, তথাচ ইহার সুচারু বর্ণন ও ভাব বিন্যাশ অবলোকন করিলে ভাবগ্রাহী সুবিজ্ঞ জনের মনে যে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়, বোধকরি মহামান্য রায় গুণাকরের রচনাবলী পাঠেও তত সুখোদয় হইতে পারেনা। ইহার কোন স্থানে অশ্লিল কথার সম্বন্ধ মাত্র নাই; কবিরঞ্জনের প্রগাঢ় শক্তি ভক্তি অনুসারে কেবল ভক্তি রসা-

ভিশিক্ত তত্ত্ব-নির্ণায়ক রচনাতেই পরি-পূরিত হইয়াছে। সর্ব্ব সাধারণের সুগোচরার্থে আমরা বহু যত্ন সহকারে সংগ্রহ ও সাধ্যমত শোধন পূর্ব্বক এই অমৃতনিঃস্যন্দিনী মনোহারিণী কবিতা খানি প্রকাশ করিলাম। গুণজ্ঞ বিজ্ঞ মহাশয়েরা, এক একবার মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া কবিরঞ্জনের যথার্থ কবিত্ব সম্মান প্রদান করুন।

শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীবিহারিলাল নন্দী।

কলিকাতা।
১৭৭৭ শক, ভাদ্র।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের সংক্ষেপ জীবন বৃত্তান্ত।



হালিশহরান্তবর্ত্তি কুমারহট্ট গ্রামে রামপ্রসাদ সেনের নিবাস ছিল। ১৬৪০—৪৫ শকের মধ্যে তত্রস্থ সম্ভ্রান্ত বৈদ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ন্যূনাধিক ৬০ বৎসর কাল তিনি জীবিত ছিলেন। (এই মহাত্মা কবির পিতার নাম রামদুলাল সেন) সংস্কৃত, হিন্দি, বাঙ্গালা এই ভাষা ত্রয়েতেই তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রস্তুত তন্ত্র শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকাতে কৌলাচার ধর্ম্মেই বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করিতেন, অপিচ জ্ঞানাংশেও নিতান্ত হীন ছিলেন না—তৎকালবর্ত্তি মূঢ় দিগের ন্যায় মোহ মুগ্ধ ছিলেন না। তাঁহার স্ব প্রণীত পদাবলিতেই তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা

মন কর কি তত্ত্ব তারে।
ওরে, উনমত্ত, আঁধার ঘরে॥
সে, যে, ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধর্ত্তে পারে॥
মন অগ্রে শশি বশী ভুত, কর তোমার শক্তি সারে॥

ওরে কোটার্ ভিতর চোর্ কুটারী, ভোঁর হোলে সে, লুকাবেরে ॥১॥

ষড়দর্শনে দর্শন পেলেনা, আগম নিগম তন্ত্র ধোরে।

সে, যে, ভক্তি রসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে ॥২॥

সে ভাব লতে পরম যোগী, যোগ করে যুগ যুগান্তরে।

হোলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে ॥৩॥

রামপ্রসাদ বলে মাতৃ ভাবে, আমি তত্ত্ব করি যারে।

সেটা চাতরে কি ভাংবো হাঁড়ী, বুঝরে মন ঠারে ঠোরে ॥৪॥

তথা।

এই সংসার ধোঁকার টাটি।

ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি ॥

ওরে ক্ষিতি, বহ্নি, বায়ু, জল, শূন্যে এত পরিপাটি।

প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটি ॥

যেমন শরার জলে সূর্য্য ছায়া, অভাবেতে স্বভার যিটি ॥১॥

গর্ভে যখন যোগ তখন, ভূমে পোড়ে খেলেম মাটি।

ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, দড়ির বেড়ী কিসে কাটি ॥২॥

রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী।

আগে ইচ্ছা সুখে পান কোরে, বিষের জ্বালায় ছট্‌ফটি ॥৩॥

আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদি মেয়েটি।

ওমা যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, মা তুমি পাষাণের বেটী ॥৪॥

তথা।

ত্যজ মন, কুজন ভুজঙ্গম সঙ্গ।

অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্য নিত্য ময় ভজ, মকরন্দ রসে মজ, ওরে মন ভৃঙ্গ ॥১॥

স্বপ্নে রাজ্য লভ্য যেমন, নিদ্রা ভঙ্গে ভাব কেমন, বিষয় জানিবে তেমন, হোলে নিদ্রা ভঙ্গ ॥২॥

অন্ধ স্কন্ধে অন্ধ চড়ে, উভয়েতে কূপে পড়ে,
কর্ম্মিরে কি কর্ম্ম ছাড়ে, তার কি প্রসঙ্গ ॥৩॥
এই যে তোমার ঘরে, ছয় চোরে চুরি করে,
তুমি যাও পরের ঘরে, এত বড় রঙ্গ ॥৪॥
প্রসাদ বলে কাব্য এটা, তোমাতে জন্মিল যে টা, অঙ্গহীন হোয়ে সেটা, দগ্ধ করে অঙ্গ ॥৫॥

কথিত আছে, রামপ্রসাদ প্রথমাবস্থায় কলিকাতা বা তন্নিকটস্থ কোন সম্ভ্রান্ত ধনির আলয়ে ধন রক্ষকের অধীনে লেখকের পদে নিযুক্ত ছিলেন।* যথা নির্দ্দিষ্ট কালে কার্য্যের আসনে উপবিষ্ট হইয়া আয় ব্যয়ের সংখ্যা করত খাতার অবশিষ্ট প্রত্যেক স্থানে একটী একটী ভক্তি রসাভিষিক্ত কালীগুণানুবাদ পরিপূরিত পদ লিখিয়া ভক্তিভাবে পুলকিত হইতেন। এক দিন ধন রক্ষক ঐ খাতা দৃষ্টে সাতিশয় বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া আপন প্রভু সমীপে গিয়া খাতা উদ্ঘাটন পূর্ব্বক তাঁহাকে দেখাইলে, প্রথমত এই গীতটী তাঁহার নেত্র গোচর হইল। যথা

আমায় দেও মা তবিল দারী।
আমি নিমক হারাম নই শঙ্করী ॥

---

* এই বিষয়ে দুই প্রকার জনশ্রুতি আছে, কেহ কেহ কহে তিনি খিদিরপুরস্থ দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের নিকট, কেহ কেহ কহে কলিকাতাস্থ দুর্গাচরণ মিত্রের নিকট লেখকের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন।

পদ রত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।

ভাঁড়ার জিম্মা আছে যার, সে, যে ভোলা ত্রিপুরারি।

শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা, তবু জিম্মা রাখো তারি ॥১॥

অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির তবু শিবের মাইনে ভারি।

আমি বিনা মাইনায় চাকর, কেবল চরণ ধূলার অধিকারী ॥২॥

যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।

যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তো মা পেতে পারি ॥৩॥

প্রসাদ বলে এমন পদের, বালাই লয়ে আমি মরি।

ও পদের মত পদ পাইতো, সে পদ লোয়ে বিপদ সারি ॥৪॥

ধনস্বামী, এই গীতটী দুই তিন বার পাঠ করত ভাবে গদ্গদ চিত্ত হইয়া রামপ্রসাদকে ডাকাইয়া প্রেমাশ্রু পূর্ণ লোচনে কহিলেন "তুমি অতি সাধু পুরুষ, তোমার আর পরাজ্ঞাবর্ত্তি হইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই,

আমি ৩০ টাকা মাসিক বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দিলাম; যথাভিমত প্রদেশে থাকিয়া সুখে কালযাপন কর।,,

রামপ্রসাদ বাটী প্রত্যাগত হইয়া নিশ্চিন্তে অহরহ শ্যামা গুণানুকীর্ত্তণ গুণগানে অভিনিবিষ্ট রহিলেন। সুতরাং সাংসারিক কোন ব্যাপারেই বিশেষ আশক্তি রহিল না। তাঁহার চিত্ত চমৎকারিত্ব কবিত্ব শক্তির প্রভাবে ধনাগমের কিছুই অপ্রতুল ছিল না, কিন্তু উদার স্বভাব ও নিষ্কাম্ চিত্ততা বশত কিছুমাত্র সৌভাগ্য সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। দীন দরিদ্ লোককে দেখিলেই যাহা কিছু হস্তগত থাকিত, তৎক্ষণাৎ তাহাকে সমর্পণ করিয়া সুখী হইতেন।

বঙ্গ ভাষায় প্রসিদ্ধ কবিদিগের মধ্যে কৃত্তিবাস অতি প্রাচীন বোধ হয়, তৎপরে কাশীদাস, কবিকঙ্কন,* ভারতচন্দ্র, ও বহুকাল পরে ইদানিন্তন রাধামোহন সেন কবি হইয়াছিলেন, এবং এই কবি শ্রেণী মধ্যে রামপ্রসাদ সেন ও পরিগণিত হইতে পারেন।

তাঁহার গুণরূপ প্রফুল্ল অরবিন্দ বিনির্গত যশরূপ পরিমল, প্রশংসা রূপ সমীরণ সহকারে চতুর্দিক্ আমোদিত করত পরিচালিত হইয়া, পরিশেষে তৎকাল বর্ত্তি গুণগ্রাহী যশোরাশী নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহোদয়ের মানস মধুকরকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। শ্রুত হওয়া যায়, উক্ত রাজা তাঁহার অসামান্য গুণের বশবর্ত্তি হইয়া, মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় সভাসদগণের মধ্যে সন্নিবেশিত করিবার নিমিত্তে বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কবিরঞ্জনের তাদৃশ বিষয়াকাঙ্ক্ষাভাব প্রযুক্ত, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। গুণবান রাজা, তথাপি তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র রোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া, মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে নবদ্বীপে আহ্বান

* এই কবির আদ্য নাম, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

করিত ও কখন কখন হালিশহরস্থ আপন প্রতিষ্ঠিত ভবনে আগত হইয়া, তাঁহার সহিত সদালাপ ও আমোদ প্রমোদ করিয়া সুখানুভব করিতেন, এবং অর্থ ও প্রশংসাবাদ দ্বারা কবিরঞ্জনের মনরঞ্জন করিতেন। তাঁহার আশ্চর্য্য কবিত্ব শক্তি দর্শনে প্রীতি চিহ্ন স্বরূপ, রাজা তাঁহাকে " কবিরঞ্জন,, উপাধি ও কতিপয় খণ্ড ভূমি দান করেন। ফলত কবিরঞ্জন যথার্থ কবিরঞ্জনই ছিলেন বটে!

কালিকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন ও বিদ্যাসুন্দর এই তিন খানি পুস্তক তিনি প্ররচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কালীকীর্ত্তনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা পাঠ করিলে ভাবজ্ঞ জনের মনে, যার পর নাই এমত আশ্চর্য্য আনন্দের আবির্ভাব হইতে থাকে, আর তিনি যে সকল গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার ত কথাই নাই। তিনি ঈশ্বর প্রণীত ও মনুষ্য রচিত উভয় বিষয় লইয়াই গীত রচনা করিতেন, এই নিমিত্তে তাহাদিগের আয়তন সমোধিক বৃদ্ধি হইয়াছিল।

আমরা এতাদৃশ মহাত্মা ব্যক্তির জীবন চরিত রাজকারূপে বর্ণন করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধান্তঃকরণে প্রস্তাব সম্পন্ন করিবার সময়, কবিরঞ্জন মৃত্যু কালে সুরতরঙ্গিণী জলে অর্দ্ধ অঙ্গ নিমগ্ন করিয়া যে পদটী গাইতে গাইতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন, অবিকল সেইটী উদ্ধৃত করিলাম। যথা

তারা, তোমার আর কি মনে আছে।

ওমা, এখন যেমন রাখ্‌লে সুখে, তেম্‌নি সুখ কি পাছে॥

শিব যদি হন্‌ সত্যবাদী, তবে কি তোমারে সাধি, মা গো।

ওমা, ফাকির উপরে ফাকি, ডান্ চক্ষুঃ নাচে ॥১॥
আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমারে সাধিতাম. নাই, মা গো।
ও মা, দিয়ে আশা, কাট্‌লে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে ॥২॥
প্রসাদ বলে মন দড়, দক্ষিণার জোর বড়, মাগো।
ও মা, আমার দফা, হোলো রফা দক্ষিণা হো-য়েছে ॥৩॥

প্রাচীন লোকেরা কহে, শ্যামা প্রতিমার বিশর্জ্জনের দিবস রামপ্রসাদ, আপন পরিজন ও বন্ধু বান্ধবকে ডা-কিয়া " আজি মায়ের বিশর্জ্জনের সহিত আমারও বিশ-র্জ্জন হইবেক ,, এই কথা বলিয়া, নূতন নূতন কয়েকটি কালীগুণ গান রচনা করত গাইতে গাইতে প্রতিমার পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া পদব্রজে গঙ্গাতীরে গমন করেন, ' দ-ক্ষিণা হোয়েছে ,, এই কথাটি বলিবা মাত্রেই ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়া জীবনের দক্ষিণা হইল। কিন্তু ইহার সত্যা-সত্যের প্রতি আমাদিগের আর কিছু লিখিবার প্রয়ো-জন নাই, সুবিজ্ঞ পাঠক মহাশয়েরা অনায়াসে উপ-লব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীবিহারিলাল নন্দী।

কলিকাতা।
১৭৭৭ শক, ভাদ্র।

শ্রীশ্রীকালী।

শরণং।

অথ শ্রীশ্রীকালী কীর্ত্তনং।

ভব জলধি নিমগ্ন রুগ্ন জনগণ বিমোচন করণ
কারণ ভুবন পালিকা কালিকার বাল্য
গোষ্ঠাদি লীলা বর্ণন।

—::—*

শ্রীগুরুবন্দনা।

বন্দে শ্রীগুরু দেব কি চরণং।
অন্ধ পট খোলে দ্বন্দ্ব সব হরণং॥
জ্ঞানাঞ্জন দেহি অন্ধ কি নয়নং।
বল্লভ নাম শুনায়ত করণং॥
কেবল করুনাময় গুরু ভবসিন্ধু তারণং।

শ্রীশ্রীকালী কীর্ত্তন।

তপন তনয় ভয় বারণ কারণং ॥
সুচারু চরণ দ্বয় হৃদে করি ধারণং।
প্রসাদ কহিছে হয় মরণের মরণং ॥



অথ কালীকীর্ত্তনারম্ভ।

মায়ের বাল্য লীলা।

প্রভাত সময় জানি, হিমগিরি রাজরাণী,
উমার মন্দিরে উপনীত।
মঙ্গল আরতি করি, চেতনা জন্মায় রাণী,
প্রেমভরে অঙ্গপুলকিত ॥
বারে বারে ডাকে রাণী। জননী জাগৃহি ৩ ॥
আগত ভানু রজনী চলি যায়।
পুলকিত কোক বধূ শোক নিভায় ॥
উঠ২ প্রাণ গৌরী, এই নিকটে দাঁড়ায়ে গিরি,
[উঠগো ॥
উদয়তি দিন কৃতি, নলিনী বিকসতি,
এবমুচিত মধুনা তব নহি ৩।
সুত মাগধ বন্দী, কৃতাঞ্জলি কথয়তি,
নিদ্রাং জহিহি ৩ ॥

গাত্র উত্থানং কুরু করুণাময়ি।
সকরুণ দৃষ্টিং ময়ি দেহি ৩॥

ভজন।

চলগো মন্দাকিনী জলে, শিব পূজা বিল্ব দলে,
মাই শুন ওলো, মাই কি ভাষ।
তখন গৌরীর কনক মুখে মৃদু২ হাস॥
মা ডাকিছে রে।
কোকিল কলরুত, শীতল মারুত,
হতরুচি সংপ্রতি ভাতি শিখী।
নায়ক মলিন, বিলোকনে কুমুদিনী,
কম্পিত বিগ্রহা মলিন মুখী॥
কলয়তি শ্রীকবি রঞ্জন দীন।
দীন দয়াময়ি দুর্গে ত্রাহি ৩॥
ভীম ভবার্ণব মমুত্তারয়।
কৃপাবলোকনে মাম্পাহি ৩॥

মায়ের বালরূপ দর্শনে গিরিরাজ ও
গিরিরাণী বিমহিত হইতেছেন।

তখন রত্ন সিংহাসনে গৌরী, নিকটে মেনকা

গিরি, অনিমিষে শ্রীঅঙ্গ নেহারে।
রাণী বলে পুন্য তরুফল সেই, মন্দিরে প্রকাশ
এই, দোঁহে ভাসে আনন্দ সাগরে ॥
প্রভাতে শ্রীঅঙ্গ নেহারই রাণী।
দলিত কদম্ব পুলকে তনু, সুললিত লোচন সজল,
হরল মুখে বাণী ॥
ঘেরল অবল, সবহুঁ রমণী মুখ মণ্ডল,
জয় জয় কিয়ে প্রতিবিম্ব অনুমানি।
কাঞ্চন তরুবরে চন্দ্র কি মাল, বিলম্বিত ঝলমল,
কো বিধি দেয়ল আনি ॥
হিমকর বদন, রদন মুকুতাবলি,
করতল কিশলয়, কোমল পাণি।
রাজিত তহি কনক মণি ভুষণ,
দিনকর ধাম চরণতল খানি ॥
ভব কমলজ শুক নারদ মুনিবর যো মাই,
ধ্যান অগোচর জানি।
দাস প্রসাদে বলে, সেই ব্রহ্মময়ী,
জগজন মন বিকচকর তহিঁ ভাণি ॥

মায়ের পুষ্পচয়ন ও শিবপূজা।

পূজে বাঞ্ছা বৃষকেতু, পুষ্পচয়ন হেতু,
উপনীত কুসুম কাননে গো।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মাতা ॥
নানা ফুল তুলি, চিত্তে কুতূহলী,
গমন কুঞ্জর গমনে।
করুণাময়ী, সঙ্গে সহচরী, প্রেমানন্দে গৌরী,
স্নান মন্দাকিনীর জলে ॥
হরিষ তোমার যে কপালে চাঁদের আলো,
সে কপালে বিভূতি কি সাজে ভাল।
অঙ্গে কৌশেয় বসন সাজে,
দেখ আমার বুকে যেন শেল বাজে,
অন্তরে পুজেন শঙ্কর করবী বিল্ব দলে ॥



করুণাময়ীর গালবাদ্য ঘন।

গাল বাদ্য ঘন, সজল লোচন,
প্রণাম যেমন বিধি।
অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি, প্রসীদ শঙ্কর, বেদ বিদ্যাম্বর,
কৃপাময় গুণনিধি ॥



করুণাকর দেব দেব শঙ্কর।
ও প্রভু করুণা কটাক্ষকর দেব দেব শঙ্কর॥
সেই ব্রহ্মময়ীর এত ক্লেশ।
শ্রম বিনা করেকে কটাক্ষ লেশ॥



মায়ের ব্রত অনশনে মেনকার স্নেহ প্রকাশ।

ব্রত অনশন, স্বস্তিক আসন,
মানসে শঙ্কর ধ্যান।
দিনকর করে, শ্রমবারি ঝরে,
মলিন সে চাঁদ বয়ান॥
কবি রামপ্রসাদের বাণী, কান্দে মেনকা রাণী,
কি কর২ মা এটা।
এ নব বয়সে, কুমারী, ত্রদেশে, এমন,
কঠর করে কেটা॥
গৌরীর আমার ননীর পুতলীতনু, উপরে প্রচণ্ড
ভানু, কিরণে উনয় নবনীত।
মরি মরি সুকুমারী, নবীন কিশোরী গৌরী,
বাছা কেন করোগো মা এমন অনীত॥
স্বর্গ যদি মনে লয়, পিতা তব হিমালয়,
হিমালয় আলয় সবার।

কিম্বা বাঞ্ছ হৃদে ঈশ, তার লাগি এত ক্লেশ
রতনে যতন করে কার ॥
কণ্ঠেতে রুদ্রাক্ষ মালা, কার লাগি মা হোয়েছ
[ভৈরবী বালা,
তুমি যারে চিন্ত রাত্র দিবা, সেই নির্গুণের গুণ
[কিবা,
তার চিন্তায় পাপ পুণ্য, সে কেবল মহা শূন্য,
যারে পূজ বিল্বদলে, শুনেছি গো মা সে তোমার
[পদতলে,
একাসনে অনাহার, আরাধনা কর কার;
এ কঠোর তপে কিবা ফল।
মরমে পরম ব্যাথা, মা রাখ মায়ের কথা,
ছাড় এ কঠোর গৃহে চল ॥

—ঃঃ—

তনয় মৈনাক ছিল, সিন্ধু জলে সে ডুবিল,
সেই শোক যখন উঠে মনে।
প্রাণ আমার যেমন তা প্রাণ জানে ॥
সে শোক ভুলেছি বাছা তোর মুখ চেয়ে।
রামপ্রসাদ বলে, তিতে রাণী আঁখির জলে,
একি কর মায়ের মাথা খেয়ে ॥

মেনকা গৌরীকে গৃহে আসিতে
কহিতেছেন।

দয়াময়ি আইস আইস ঘরে।
তোমার ও চাঁদ বয়ান, নিরখিয়ে প্রাণ,
কেমনও করে॥
দুটি আঁখির পুতলি গো আমার বাছা,
আমার হৃদয়ের সে প্রাণ, প্রেমানন্দ সিন্ধু,
তার পূর্ণ ইন্দু, মন গজেন্দ্র আলান, এ মন
তোমাতে রোয়েছে বাঁন্ধা, ত্রিভুবন সারা পণ্যা
গো ধন্যা।
কি পুণ্য করেছি, উদরে ধরেছি,
ত্রিগুণ ধারিণী কন্যা॥
যদি কন্যা ভাবে দয়া গো, তবে বাছা এই কথা
[রাখ মার।
গিরি রাজার কুমারী, ভৈরবীর বেশ ছাড়,
ব্রহ্মচারিণীর আচার॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে, গো ভাষে জননী,
মা কত কাচগো কাচ।
তুমি পিতা মহেস মাতা, পিতার প্রসব স্থলি
মাতা, মহেশ ঘরে আছ॥

ভগবতীর গৃহে গমন।

কোন জন বুঝে মায়া বিশ্ব মোহিনীর।
জগদম্বা মন্দির চলিলেন কর ধরি জননীর॥
নিরখি জননী মুখ মৃদু২ হাসে।
ধরণি ধরেন্দ্র রাণী প্রেমানন্দে ভাসে॥
তুরিয়া চৈতন্যরূপা বেদের অতীতা।
মা বিদ্যা অবিদ্যা রাণী ভাবে সে দুহিতা॥
অঙ্গনে বৈঠিল রাণী ব্রহ্মময়ী কোলে।
আনন্দে আনন্দ ময়ী হাসি২ দোলে॥

নিরখি২ বদন ইন্দু।
পুলকে উথলে প্রেম সিন্ধু॥
ছলো ছলো ছলো নয়ন।
লোলচন্দ্র বদনে চুম্বন॥
মধুর মধুর বিনয় বাণী।
গদো গদো গদো কহত রাণী।
কোটি জনম পুণ্য জন্য।
কোলে কমল লোচনা॥

দর৩ ঝরত লোর, চর৩ তনু বিভোর,

করহুঁ২ করত কোর, থোর২ দোল.না।
রাণী বদন হেরি২, হসিত বদন বেরি২,
চোরি২ থোরি২ মন্দ২ বোলনা॥
ঝুনুর২ ঘুঙ্গুর নাদ, কিঙ্কিণী রব উভয় বাদ,
পদতল স্থল কমলনিন্দি, নখহিমকর গঞ্জনা।
কলিত ললিত মুকুতাহার,মেরু বিচক হিমকরা-
কার,বিবুধ তটিনী বিষদনীর, ছলে তনুরঞ্জনা॥
কষিত কনক বিমল কান্তি, মনহিতাপ করত
শান্তি, তনুতির পিত নয়ন সুখ, কল্মষ নিকর
[ভঞ্জনা।
ক্ষীণ দীন প্রসাদ দাস, সতত কাতর করুণা-
ভাষ, বারয় রবি তনয় শঙ্কা, মদন-মথন অ-
(ঙ্গনা॥

রাণী বলে ওগো জয়া ভাল কথা মনে গো হইল।
জয়া বলে পুণ্যবতী কি কথা তোমার মনে গো
(হইল॥
রাণী বলে আমি কবো করে ভেবে ছিলাম।
আর বা্র আমি ভুলে গেলাম॥
এখন উমার অঙ্গ চেয়ে মনে গো হইল॥

রাণী বলে নিজ অঙ্গ প্রতিবিম্ব হেরি উমার গায়।
পুনঃ হেরি উমার অঙ্গ আপন অঙ্গে শোভা
[পায় ॥

একথা বুঝাব আমি কারে।
তোমরা এমন কোথাও শুনেছ গো ॥
আপন অঙ্গে যখন পড়ে গো আঁখি।
উমার অঙ্গ আপন অঙ্গে গো দেখি ॥
কি গুণে এগুণ জন্মিল অঙ্গে।
ওগো পাষাণ প্রকৃতি আমার নাহি কোন
[গুণ গো ॥
কাঞ্চন দর্পণ উমার অঙ্গ বটে।
প্রতিবিম্ব দেখা যায় দাঁড়ালে নিকটে ॥
সকলের প্রতি বিম্ব দর্পণেতে লয়।
দর্পণের যে গুণ গো তা জনে কেমনে রয় ॥
স্ফটিকে গ্রহণ করে জবা পুষ্প আভা।
স্ফটিকের শুভ্রতা কেমনে লবে জবা ॥
হাসিয়া বিজয়া বলে ভাগ্যবতী শুন।
ও তোমার অঙ্গের গুণ নয় শ্রীঅঙ্গের গুণ ॥
তব অঙ্গের আভা যখন শ্রীঅঙ্গে পশিল।
শ্রীঅঙ্গের যেই গুণ গো সেই গুণে মিশাল ॥

তুমি উমা ছাড়া হোয়ে একবার দেখ দেখি—
[অঙ্গ।
ওগো রাণি অমন আর কি দেখা যায় তার
[প্রসঙ্গ॥



ভজন।

হয় নয় অন্তরে গো রোয়ে।
আপন অঙ্গ দেখ গো চেয়ে॥
প্রাণধন উমা আমার পূর্ণ সুধাকর।
আমা সবাকার তনু নির্ম্মল সরোবর॥
একচন্দ্র আভা শত সরোবরে লখি।
তোমা করে নয় সকল অঙ্গময় বিরাজে যে
[যখন নিরখি॥
এক মুখে কত কব উমার রূপ গুণ।
উমার রূপে নানা রূপ প্রসবে, সংহারে পুনঃ॥
দাস প্রসাদে বলে এই সার কথা বটে।
পুষ্পে যেমন গন্ধ তেমনি মা বিরাজে সর্ব্ব
[ঘটে।



রাণী বলে ওগো জয়া কুস্বপনে প্রাণ আমার
[কাঁদে।
গত ঘোরতর নিশি, রাহু যেন ভূমে খসি,
গিলিতে ধেয়েছে মুখ চাঁদে॥
শুনেছি পুরাণে বহু, মুখ খানা বটে রাহু,
শরীরের সংজ্ঞা তার কেতু।
এ রাহুর জটা মাথে, দারুণ ত্রিশূল হাতে,
বুঝিতে নারিলাম ইহার হেতু॥



ভজন।

রাহু গ্রাস করে যে শশীরে, সেই শশী রাহুর
[শিরে,
কোথা গেলে গিরিবর, শিব স্বস্ত্যয়ন কর,
গঙ্গাজল বিল্বদল আনি।
সর্ব্বৌষধির জলে স্নান করাও,
জয়া বলে সর্ব্ববিঘ্ন নাশ তাহে জানি॥
শ্রীরাম প্রসাদ দাসে, একথা শুনিয়ে হাসে,
অন্য স্বস্ত্যয়নে কিবা কাম।

যদি দুর্গা বুঝে থাক, আমার বচন রাখ,
জপ করাও মায়ের দুর্গানাম ॥



ভজন।

শিব স্বস্ত্যয়নে কিবা কাম।
সেই শিব জপেন দুর্গানাম ॥
শ্রীদুর্গা নামগুণ গানে।
শিব না মরিল বিষ পানে ॥
যার নামের ফলে চরণ বলে।
শিবে মৃত্যুঞ্জয় বলে ॥
দুর্গা নাম সংসার সাগরে তরি।
কাণ্ডারি তায় ত্রিপুরারি ॥
যে দুর্গা নামে বিঘ্ন হরে।
সেই দুর্গা, কন্যা রূপে তোমার ঘরে ॥
আমি সার কথা তোমারে কই।
ওহে তোমার কন্যা নয় ঐ ব্রহ্মময়ী ॥



হিমগিরি সুন্দরী, স্নান করাইয়া গৌরী,
পুনঃ বসাইল সিংহাসনে।

তখন গদ২ ভাব ভরে, ঝর২ আঁখি ঝরে,
সাজাইল যেমন উঠে মনে॥
সুচারু বকুল মালে, কবরী বান্ধিল ভালে,
হরি চন্দনের বিন্দু দিল।
উপরে সিন্দূর বিন্দু, রবি করে যেন ইন্দু,
হেরি২ নিমিষ ত্যেজিল॥
দোথরি মুকুতা হার, কোন সহচরী আর,
গেথে দিল উমার কপালে।
অনুমানে বুঝি হেন, চাঁদ বেড়া তারা যেন,
উদয় কোরেছে মেঘের কোলে॥
তারার কপালে তারা, তারাপঙ্ক্তি যেন তারা ঘেরা,
তারায় তারা সাজে ভালো।
বদন সুধাংশু হেন, তাহে তারা মুক্তা ঘন,
কেশ রূপ ঘন করে আলো॥
হাসিয়া বিজয়া বলে, মেঘ নয় কেশ ছলে,
রাহুর গমন হেন বাসি।
মুখ বিস্তারিয়া ধায়, দন্ত শ্রেণী দেখা যায়,
মুক্তা নয় গ্রাস করে শশী॥
জয়া বলে বটে এই পুণ্য কাল, ইথে দান করা
ভাল, চিত্ত বিত্ত দান উমার পায়।

কৃপানাথ উপদেশ, প্রসাদ ভক্তের শেষ,
প্রাণ দান দিয়া লইতে চায় ॥



জয়া বলে এ বদনে দিলে চাঁদের তুলনা।
ছিছি ও কথা তুলনা ॥
ছি ছি যার পায়ে চাঁদ উদয় হয়।
তার মুখে কি তুলনা সয় ॥
শ্রীমুখ মণ্ডল হেরি বিদগ্ধ বিধি।
নির্জ্জনে বসিয়া নির্ম্মিল কলানিধি ॥
শ্রীমুখ তুলনা যদি না পাইল চাঁদে।
সেই অভিমানে চাঁদ পায়ে পড়ে কাঁদে ॥
একথা শুনিয়া সখী বলিছে জনেক।
সবে মাত্র এক চাঁদ এ দেখি অনেক ॥
ভুবন বিখ্যাত চাঁদ সুধার আধার।
পরিপূর্ণ হইলে দেবে করয়ে আহার ॥
এই হেতু ও চাঁদের দেব প্রিয় নাম।
বিচার করিল মনে বিষ্ণু গুণধাম ॥
বাসনা হইল সুধা সঞ্চয় কারণে।
চাঁদ পাত্র বদলিয়া রাখিল বদনে ॥
পুরাতন পাত্র চাঁদ ভূমে আছাড়িল।

দশ খণ্ড হোয়ে রাঙ্গা চরণে পড়িল ॥
কত জনে কত কহে সার শুন কই।
এক চাঁদ দশ খণ্ড চেয়ে দেখ ঐ ॥
চাঁদ পদ্ম দুই সৃষ্টি করিল বিধাতা।
চাঁদ আর কমলে হইল শাত্রবতা॥
হাসিয়া বিজয়া বলে একি শুনি কথা।
কেন চাঁদ কমলে হইল শাত্রবতা॥
চাঁদ বলে ইহা সয় কি আমার শোভা যার
[মুখেরে যায়।
ছিরে কমল তাই হইতে চায় ॥
এতবলি মহা অহঙ্কারে চাঁদ উঠিল আকাশে।
অভিমানে কমল সলিল মাঝে ভাসে ॥
উচ্চ পদ পেয়ে চাঁদ ক্ষমা নাহি করে।
বিস্তারিয়া নিজ কর পদ্ম শোভা হরে ॥
বিধাতা জানিল চাঁদ তেজ করে বহু।
করিল প্রবল শত্রু রাহু আর কুহু ॥
নিরখি যুগল শত্রু ছাড়িয়া আকাশ।
ভয় পেয়ে অভয় পদে করিল প্রকাশ ॥
অভয় পদ ভজনের দেখহ প্রভাব।
শত্রু ভাব দূরে গেল দোঁহে মৈত্র ভাব ॥

তুই সৃষ্টি করি বিধি না পাইল সুখ।
করিল তৃতীয় সৃষ্টি এই উমার মুখ॥
রাহু কুহূ গরাসিল বদন প্রকাশি।
উভয়তঃ সিত পক্ষ নিত্য পূর্ণমাসী॥
বাহিরের অন্ধকার গগন চাঁদে হরে।
মনের আঁধার শ্রীবদনে আলো করে॥

ভগবতীর নৃত্য।

রাণী বলে আমি সাধে সাজাইলাম, বেশ বানাইলাম, উমা একবার নাচো গো।
একবার নেচেছো ভবে, তেমনি কোরে আবার নাচিতে হবে, নূপুর দিয়াছি পায়, সুমধুর ধ্বনি [তায় গো॥
শুনেছি নিগূঢ় বাণী, চারি বেদ নূপুরের ধ্বনি, ওগো আমার উমা নাচে ভাল।
মা নেচে সফল কর, মায়ের ইহ পরকাল॥
বাজে ডম্ফ জগঝম্প মৃদঙ্গ রসাল।
বিজয়ার করে করতাল শোভে ভাল॥
চৌদিগে বেড়িল নব নব বধূ জাল।
পূর্ণচন্দ্র বেড়া যেন স্বর্ণ পদ্ম মাল॥

প্রসাদ বলে ভাগ্যবতীর প্রসন্ন কপাল।
কন্যা সেই যার পদ হৃদে ধরে কাল॥
কুমারী দশম বর্ষা স্বর্ণকান্তি ছটা।
শশহীন শশাঙ্ক সুপূর্ণ মুখ ঘটা॥
ভুবনে ভূষিত রূপ এটা মাত্র হল।
ভুজঙ্গ ভূষণে রূপ করে টলমল॥
রূপ চোয়ায়ে লাবণ্য গলে।
বাঞ্ছা কি ভূষণ ছলে॥
প্রভাতে নূতন গান শুন শ্রোর যুতা।
ঊষাকালে উক্তি উল্লাসিত শৈলসুতা॥
শ্রীরাজ কিশোরে মাতা তুষ্ট সুত জ্ঞানে।
প্রসিদ্ধ প্রকাশ গান পূরাণ প্রমাণে॥
অরসিক অভক্ত অধম লোকে হাসে।
করুণাময়ীর দাস প্রেমানন্দে ভাসে॥
শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন।
রচে গান মহা অন্ধের ঔষধ অঞ্জন॥

জয়া বলে আমি সাধে সাজাইলাম, বেশ বানা-
ইলাম, জগদম্বা চল পুষ্প কাননে।
চল২ পুষ্প বনে জয়া দাসী যাবে সনে॥

জগদয়ে বিলয়েও চলতি চিত্ত পদ চলনা।
লোহিত চরণ তলারুণ পল্লাভব,
নখরুচি হিমকর সম্পদ দলনা॥
নীলাঞ্চল নিচোল বিলোল পবনে ঘন,
সুমধুর নূপুর কিঙ্কিনী কলনা।
সকল সময়ে মম হৃদয় সরোরুহে,
বিহরসি হর শিরসি শশি ললনা॥
কল্পতরু তলে, শ্রীরাজকিশোরে ভাবে,
বাঞ্ছা ফল ফলনা।
ভাগ্যহীন শ্রীকবীরঞ্জন কাতর,
দীন দয়াময়ী সন্তত ছল ছলনা॥



ভগবতীর উদ্যানে ভ্রমণ ও মহাদেবের
বিচ্ছেদ জন্য খেদ উক্তি।

জয়া বিজয়া সঙ্গে নগেন্দ্র জাতা।
পুষ্প কাননে ক্রীড়তি বিশ্বমাতা॥
মত্ত কোকিল কূজিত পঞ্চস্বরে।
গুণ২ গুঞ্জিত মন্দ২ ভ্রমরে॥
তরু পল্লব শোভিত ফুল্ল ফুলে।
মাতা বৈঠিল চারু কদম্ব মূলে॥

মুখ মণ্ডলমে শ্রমবারি ঝরে।
পরিপূর্ণ সুধাংশু পীযুষ ক্ষরে ॥
চারু সৌরভ সঙ্গ সুধীর সমীর।
প্রভু বিচ্ছেদ খেদ সুবাক্য গভীর ॥
পুলকে তনু পূরিত প্রেম ভরে।
শিব শঙ্করী শঙ্কর গান করে ॥
করুণাময় হে শিব শঙ্কর হে।
শিব শম্ভু স্বয়ম্ভু দিগম্বর হে।
ভব ঈশ মহেশ শশাঙ্ক ধর ॥
ত্রিপুরাসুর গর্ব্ব বিনাশ কর ॥
জয় বেদ বিদাম্বর ভূত পতে।
জয় বিশ্ব বিনাশক বিশ্ব গতে ॥
ত্রিগুণাত্মক নির্গুণ কল্পতরু।
পরমাত্মা পরাৎপর বিশ্বগুরু ॥
কমনীয় কলেবর পঞ্চমুখে।
মম চারু নামাবলি গান সুখে ॥
সুর শৈবলিনী জলে পূত জটা ॥
জটা লম্বিত চারু সুধাংশু ছটা ॥
জটা ব্রহ্মকটাহ স্তব ভেদ করে।
করে শৃঙ্গ বিষাণ শশী শিখরে ॥

প্রসীদ প্রসীদ প্রসীদ প্রভু হে।
লোকনাথ হে নাথ প্রভু হে ॥
ভব ভাবিনী ভাবিত ভীম ভাবে।
ভব ভঞ্জন ভাব প্রসাদ ভাবে ॥



পুষ্পকাননে শিব পার্ব্বতীর মিলন ও
কথোপকথন।

প্রেয়সীর খেদ গানে, সদাশিবের উচাটন করে
প্রাণে, লোলচিত্ত উঠে চমকিয়া।
ধ্যান করে প্রাণেশ্বরী, গমন শিখরি পুরি,
নন্দী আন বৃষভে সাজাইয়া ॥
কদম্ব কুসুম অনু, পুলকে পূর্ণিত তনু,
ঈশান বিষাণ পুরে নাচে।
উভয়তঃ মত্ত গূঢ়, বৃষারূঢ় চন্দ্র চূড়,
ভৈরব বেতাল চলে পাছে ॥



ধূয়া।

ভাল ভৈরব বেতাল রে।
নাচিছে কাল, বাজিছে গাল,
বেতালে ধরিছে তাল।

কেহ নাচিছে গাইছে তুলিছে হাত।
বলিছে জয় জয় কাশীনাথ ॥
প্রেয়সীর প্রেমরসে, গদ গদ তনু বশে,
খসিছে কটির বাঘাম্বর।
শিরে সুর তরঙ্গিণী, কুল কুল উঠে ধ্বনি,
সঘনে গরজে বিষধর ॥
ভণে রামপ্রসাদ ভাল সুখদ বসন্তকাল ॥

—ঃঃ—

হর গৌরীর সাক্ষাত।

উপনীত মন্দাকিনী তীরে।
নিরখি সুন্দরী মুখ, মরমে পরম সুখ,
লোচন তিতিল প্রেম নীরে ॥
নন্দি একি রূপ মাধুরী, আহামরি আহামরি,
গঠিল যে সে কেমন বিধি।
চঞ্চল মন মীন, হৃদি সরোবর তেজি,
প্রেবেশিল লাবন্য জলধি ॥
আহা আহা মরি মরি, কিবারূপ মাধুরী,
হাসি হাসি সুধা রাশি ক্ষরে।
অপাঙ্গ লোচনে মোহিনী, কি গুণে চৈতন্য নি-
[গূঢ় হরে ॥

কেরে কুঞ্জর গামিনী, তনু সৌদামিনী,
প্রথম বয়স রঙ্গিণী।
যৌবন সম্পদ, ভাবে গদ গদ,
সমান সঙ্গে সঙ্গিণী॥
কেরে নির্ম্মল বর্ণাভা, ভুজগ মণি ভূষণ শোভা
হরে, ভূবণে কিবা কায।
পূর্ণ চন্দ্র কোলে, খদ্যোত যেমন জ্বলে,
নাহি বাসে লাজ॥
ভণে রামপ্রসাদ কবি, নিরখি সুন্দরী ছবি,
মোহিত দেব মহেশ।
ভুলে কাম রিপু, জর জর বপু বপু,
সে রূপের কি কব বিশেষ॥



যদি বল অনূঢ়া কালের একি কথা।
শিব শিবা ভিন্ন ভাব কে শুনেছ কোথা॥
উভয়তঃ সুসম্ভাস সঙ্কেত সম্বাদ।
উভয়তঃ চিত্ত মধ্যে জন্মে মহাহ্লাদ॥
আজ্ঞাকর কাল, কত কাল হেতা রব।
কাল ক্রমে কল্যাণি কৈলাশপুরে লব॥
রমণীর শিরোমণি পরম রতন।

রতন ভূষণে কার নাহি বা যতন ॥
নিজ হংসে হংসী সদা মানস গামিনী।
চৈতন্য রূপিণী নিত্য স্বামির স্বামিনী ॥
নখ জ্যোতি পরংব্রহ্ম শুনেছ কি সেটা।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড কর্ত্রী কর্ত্তা তব কেটা ॥
আমার এই ভগ্ন অঙ্গ ভুজঙ্গ ভূষণ।
তোমার বিহীনে নাহি অন্য প্রয়োজন ॥
পুরুষ বিহীনে হয় বিধবা প্রকৃতী।
প্রকৃতী বিহীনে আমার বিধবা আকৃতি ॥
অনুচ্চার্য্যানাদি রূপা গুণাতীত গুণ।
নির্গুণে সগুণ কর প্রসব ত্রিগুণ ॥
নিজে আত্ম তত্ত্ব, বিদ্যা তত্ত্ব, শিব তত্ত্ব।
তব দত্ত তত্ত্ব জ্ঞানে ঈশের ঈশত্ব ॥
তুমি মন, বুদ্ধি, আত্মা, পঞ্চভূত কায়া।
ঘটেং আছ যেমন জলে সূর্য্য ছায়া ॥
বেদে বলে তত্ত্বি যোগি তত্ত্ব কোরে ফিরে।
সেই বস্তু এই তুমি মন্দাকিনী তীরে ॥
দাক্ষায়ণী দেহ ত্যাগে দক্ষে অপমান।
শিখরিকে দয়া করি তব অধিষ্ঠান ॥

মর্ম্ম কোয়ে স্বস্থানে প্রস্থান শূলপাণি।
জননী চলিল যথা গিরিরাজ রাণী॥
বাল্য লীলা এই মার জনক ভবনে।
গোষ্ঠ লীলা অতঃপর একাম্র কাননে॥

অথ গোষ্ঠলীলারম্ভঃ।

শঙ্করী কহেন প্রভু শঙ্করের কাছে।
শঙ্করী সমান স্থান আর নাকি আছে॥
শঙ্করীর কথায় হাসেন পঞ্চানন।
শঙ্করী সমান স্থান একাম্র কানন॥

মায়ের গোষ্ঠে গমন।

ভজন।

আজ্ঞাকর ত্রিনয়নে।
যাবহে একাম্র বনে॥
কাশী হইতে হইল কাশীনাথের আদেশ।
একাম্র কাননে মাতা করিল প্রবেশ॥
চরাইতে ধেনু বেণু দান দিল ভব।
অধরে সংযোগ করি ঊর্দ্ধ মুখে রব॥

সুরভির পরিবার সহস্রেক ধেনু।
পাতাল হইতে উঠে শুনে মার বেণু।



ধুয়া।

জগদম্বারে যব পুরে বেণু, যব পুরে বেণু,
ধায় বৎস ধেনু, উঠে পদ রেণু।
রেণু ঢাকে ভানু, ভাবে ভোর তনু॥
গতি মত্ত মাতঙ্গ, দোলায়ত অঙ্গ।
কি প্রেম তরঙ্গ, সোমাকি রঙ্গ, নেহারে প-
[তঙ্গ॥
হত কোকিল মান, সুমাধুরী তান, স্বরে হরে
[জ্ঞান।
যোগী ত্যাজে ধ্যান, ঝুরে মন প্রাণ।
ক্ষণে মন্দ ভাষে, ক্ষণে মন্দ হাসে, চপলা
[প্রকাশে।
রামপ্রসাদ দাসে, প্রেমানন্দে ভাষে॥



পয়ার।

গিরিশ গৃহিণী গৌরী গোপ বধূ বেশ।
কষিত কাঞ্চন কান্তি প্রথম বয়েস॥

বিচিত্র বসন মণি কাঞ্চন ভুষণ।
ত্রিভুবন দীপ্তি করে অঙ্গের কিরণ॥
স্বয়ম্ভু যুগল হর স্বুরনদী কুলে।
স্বয়ম্ভু পূজেন নিত্য করপদ্ম ফুলে॥
নাভি পদ্ম ভেদি ভ্রমে বেণী ক্রমেং।
লোমাবলী ছলে চলে করি কুম্ভ ভ্রমে॥
ঈশ্বর মোহন ইষু নয়ন তরল।
বিধি কি কজ্জল ছলে মাখিল গরল॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরীর কি কাণ্ড।
ফেরে করে লয়ে ছাঁদ ডোর, দুগ্ধভাণ্ড॥
ভালেতে তিলক শোভে স্বুচারু বয়ান।
ভণে রামপ্রসাদ দাস মার এই এক ধ্যান॥

—::—*

ভজন।

এমন রূপ যে একবার ভাবে।
ভাবিলে সাযুজ্য পাবে॥
একাম্র কাননে জগত জননী ফিরে।
ঘনং হইহং রব করে সঙ্গিণীরে॥
সব নিন্দি গজপতি গমন ধিরেং।

নীলাম্বরাঞ্চল, পবনে চঞ্চল, আকুল কুন্তল
[ব্যাপিল শিরে।
মহাচিত্ত অরুন্তুদ, কোপে বিধুন্তুদ গরাসে
যেমন পূর্ণশশীরে ॥
বিবুধ বধূ, যোগায় মধু, তনু সুশীতল ধীর
[সমীরে ॥
ঘণ ঝরে শ্রম জল, গলিত কজ্জল,
যেমন কাল সাপিনী ধায় নাভি বিবরে ॥

—ঃঃ—

ধুয়া।

মা ডাকিছে রে, আয় সুরভি নব নব,
তৃন তটিনী জল, সত্তিল দূরে ধায়ত কাছে মার-
[রে সুরভি ॥

পয়ার।

উমার মধুর বেণু শুনিয়া শ্রবণে।
সারি২ নিকটে দাঁড়াল ধেনু গণে ॥
ঊর্দ্ধ মুখে বিধুমুখী নিরখিয়া থাকে।
দুনয়নে প্রেমধারা হাম্বা রবে ডাকে ॥
লোমাঞ্চ সকল তনু দুগ্ধ স্রবে বাঁটে।
সুরভির নব বৎস উমার অঙ্গ চাটে ॥

সুরভির নব বৎস শোভা উরুপরে।
মন্দাকিনী ধারা যেন সুমেরু শিখরে॥
ঘণ ঘণ পুষ্প বৃষ্টি জগদম্বা শিরে।
সঙ্গের সঙ্গিনী নাচে ভাসে প্রেম নীরে॥
কৌতুকে আকাশ পথে হরি হর ধাতা।
গোচারণে গমন করিলা বিশ্বমাতা॥
ভুবন মোহন মার গোচারণ লীলা।
মহামণি বেদব্যাস পূরাণে বর্ণিলা॥
একবার ভুলায়েছ ব্রজাঙ্গণা, বাজাইয়া বেণু।
এবে নিজে ব্রজাঙ্গণা বনে রাখো ধেনু॥
আগে ব্রজপুরে যশোদারে করেছিলে ধন্যা।
এবার হোয়েছ কোন গোপালের কন্যা॥
আগো তোমার গুণ কে জানে।
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহাদি দশ অবতার।
নানা রূপে নানা লীলা সকলি তোমার॥
প্রকৃতি পুরুষ তুমি তুমি সূক্ষ্ম স্থূলা।
কে জানে তোমার মূল তুমি বিশ্ব মূলা॥
তারা তুমি জ্যেষ্ঠা মূলা অচরমে সতী।
তব তত্ত্ব মূলে নাই শ্রুতি পথে শ্রুতি॥
বাচাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব।

শক্তি যুক্ত শিব সদা শক্তি লোপে শব ॥
অনন্ত রূপিনী চারি বেদে নাহি সীমা।
স্বামী মৃত্যুঞ্জয় তব তাড়ঙ্ক মহিমা॥
ইন্দ্রিয়াণা মধিষ্ঠাত্রী চিন্ময় রূপিণী।
আধার কমলে থাক কুলকুণ্ডলিনী॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বটে নাশ করে কাল।
সেই কালে গ্রাস করে বদন করাল॥
এই হেতু কালী নাম ধর নারায়ণী।
তথাচ তোমারে বলে কালের কামিনী॥
ব্রহ্ম রন্ধ্রে গুরু ধ্যান করে সব জীব।
কালী মূর্ত্তি ধ্যানে মহা যোগী সদাশিব॥
পঞ্চাশৎ বর্ণ বটে বেদাগম সার।
কিন্তু যোগির কঠিন ভাবা রূপ নিরাকার॥
আকার তোমার নাই অক্ষর আকার।
গুণ ভেদে গুণময়ী হোয়েছ সাকার॥
বেদ বাক্য নিরাকার ভজনে কৈবল্য।
সে কথা না ভাল শুনি বুদ্ধির তারল্য॥
প্রসাদ বলে কালরূপে সদা মন ধায়।
যেমন রুচি তেমনি কর নির্ব্বান কে চায়॥



পশু বংশ কান্তি কান্তি নেত্রে একবার॥
নিরখ পতিত জনে ক্ষতি কি তোমার॥
তৃণে, শৈলে, কূপে, গঙ্গাজলে চন্দ্রকর।
সমান নিপাত বিশ্ব ব্যক্ত শশধর॥
দুর্গানাম দুর্ল্লভ লবার প্রাক্‌কালে।
জপিলে জঞ্জাল যায়, নাহিলয় কালে॥
কি জানি করুণাময়ী কারে হইলে বাম।
সম্পদ রক্ষার হেতু জপে দুর্গা নাম॥
দুর্গানাম মোক্ষধাম চিত্তে রাখে যেই।
সে তরে সংসার ঘোরে সর্ব্ব পূজ্য সেই॥
ব্রহ্মা যদি চারি মুখে কোটি বর্ষ কয়।
তথাচ মহিমা গুণ সীমা নাহি হয়॥
মহা ব্যাধি ঘোর দুর্গে দুর্গা যদি বলে।
কষ্ট নষ্ট চিরায়ু অচিন্ত্য ফল ফলে॥
দুঃস্বপ্নে গ্রহণে দুর্গা স্মরণে পলায়।
পুনরাগমন ভয় পরবর্গে গায়॥
শ্রীদুর্গা দুর্ল্লভ নাম নিস্তারের তরি।
কেবল করুণাময়ী শ্রীনাথ কাণ্ডারি॥
তথাচ পামর জীব মোহ-কূপে মজে।
ইচ্ছা সুখে বিষপান তাপ এখে ভজে॥

বদনকমল বাক্য সুধারস ভর।
সুবোধ কুবোধ বেদে গম্য নহে নর॥
তব গুণ বর্ণনে অক্ষরে ক্ষরে মধু।
সুধারস মাধুরী কি স্মর হর বধূ॥
শ্রীরাজ কিশোরে তুষ্টা রাজ রাজেশ্বরী।
কালিকা বিজয়ী হরি চিত্ত মোহ করি॥
আসনে আনন্দময়ী অধিষ্ঠান সুখে।
তব কৃপালেশে বাণী নিবসতি মুখে॥
চঞ্চলা অচলা গৃহে তব পূর্ণ দয়া।
অকাল মরণ হরা অচল তনয়া॥
প্রসাদে প্রসন্না ভব ভব নিতম্বিনী।
চিত্তাকাশে প্রকাশে নবীন কাদম্বিনী॥



ভগবতীর রাসলীলা।*

জগদম্বা কুঞ্জবনে মোহিনী গোপিনী।
ঝলমল তনুরুচি স্থির সৌদামিনী॥

---

* এই কালীকীর্ত্তনের মধ্যে, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ভগবতীর রাসলীলা বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু সংপূর্ণ পুস্তকাভাব বশতঃ আমরা ঐ ভাগ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আমরা যে পুস্তক অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণ করিলাম ন্যুনাধিক পঞ্চ বিংশতি বৎসর

শ্রমবারি বিন্দু বিন্দু ঝরে মুখ চাঁদে।
সশঙ্ক শশাঙ্ক কেশ রাহু ভ্রমে কাঁদে॥
সিন্দুর অরুণ আভা বিষম মানসী।
উভয় গ্রহণে যেন পূর্ণিমার নিশি॥
বিনতা নন্দন চঞ্চু সুনাসিকা ভান।
ভুরু ভুজঙ্গম শ্রুতি বিবরে পয়ান॥
ওরূপ লাবণ্য জলনিধি, স্থির জলে।
নয়ন সফরী মীন খেলে কুতূহলে॥
কনক মুকুরে কি মাণিক্য রাগ্ প্রভা।
তার মাঝে মুক্তাবলী ওষ্ঠ দন্ত শোভা॥
শ্রীগণ্ডে কুণ্ডল প্রতিবিম্ব শ্রীবদন।
চারু চক্র রথে চড়ি এসেছে মদন॥

পূর্ব্বে উহা যে যে যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কোন স্থানে গোষ্ঠ লীলার প্রসঙ্গও প্রকাশ হয় নাই, আর তদবধি কেহই উহা যন্ত্রারূঢ় করেন নাই। সুতরাং উহা সংগ্রহ করা আমাদিগের পক্ষে সহজ নহে, ব্যয় ও যত্ন সাপেক্ষ করে। অতএব, আমরা সম্পূর্ণ ঐ ভাগটি প্রকাশ করিতে না পারিয়া, সংবাদ প্রভাকর পত্রে ইতি-পূর্ব্বে যে রাসলীলা স্থলে ভগবতীর রূপ বর্ণনটি প্রকটিত হইয়াছিল, পাঠক মহাশয়দিগের তুষ্ট্যার্থে সেই অংশটি মাত্র প্রকাশ করিলাম। কবিরঞ্জনের রচনা নৈপুণ্য ও ভাবকেলি সন্দর্শন করিয়া তাঁহারা আনন্দিত হউন। কোন প্রকার দুষ্প্রাপ্য, বহু মূল্য, উপাদেয় দ্রব্য আশামত

নাসাগ্রে তিলক চারু ধরে অচলজা।
মীন নিকেতনে কি উড়িছে মীন ধ্বজা॥
করিবর, ভুজঙ্গ, মৃণাল, হেমলতা।
কোন্ তুচ্ছ কমনীয় বাহুর তুল্যতা॥
ভুজদণ্ড উপমার এক মাত্র স্থান।
সুর তরুবর শাখা এই সে প্রমাণ॥
হরি গঙ্গা প্রবাহ যমুনা লোম শ্রেণী।
নাভিকুণ্ডে গুপ্তা সরস্বতী অনুমানী॥
মহা তীর্থ বেণী তীরে স্বয়ম্ভু যুগল।
স্নান করো মনরে অনন্ত জন্ম ফল॥
উত্তরবাহিণী গঙ্গা মুক্তা হার বটে।
সুচারু ত্রিবলী বিরাজিত তার তটে॥
কবি করে বিবেচনা যে ঘটে যে জ্ঞান।
মণি কর্ণিকার ঘাটে সুচারু সোপান॥
রসময় বিধাতার কিবা কব কাণ্ড।

খভাজন করিতে না পাইলে যেমন মন ক্ষুব্ধ থাকে, একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের সকল অংশ দেখিতে না পাইলে কবিতা প্রিয় পাঠক বৃন্দের তেমনি চিত্ত বৈকল্যতা জন্মায় বটে, কিন্তু কি করি আমরা উহা কোন ক্রমে সংগ্রহ করিতে পারিলাম না; সুবিজ্ঞ পাঠক মহাশয়দিগের নিকটু ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াই নিরস্ত রহিলাম।

রূপ সিন্ধু মন্থিবার মধ্য দেশ দণ্ড ॥
কাঞ্চিদাম রজ্জু তায় বুঝহ প্রবীণ।
ঘর্ষণে ঘর্ষণে কটি ক্ষীণতর ক্ষীণ ॥
মধ্য দেশ ক্ষীণ যদি সন্দেহ কি তার।
সহজে জঘনে ধরে গুরুতর ভার ॥
ভব স্থানে মনোভব পরাভব হোয়ে।
তূণবাণ দ্বিগুণ এসেছে বুঝি লোয়ে ॥
জঙ্ঘা তূণ, পদাঙ্গুলি, নখ কলি শরে।
রতিকান্ত নিতান্ত জিতিবে বুঝি হরে ॥

সংপূর্ণ।